ভোরের কাগজ

তারিখ ... FEB 24 2008

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

বইমেলা কথকতা

ক্রেতা থাকলেও ভিন্নধারার বই কম

মানস ঘোষ : বইমেলায় তো বইই থাকবে, কিন্তু সে বই শুধুই উপন্যাস, গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ হবে কেন? অন্য বইগুলোর চাহিদা কি নেই? পাঠক কি পড়তে চায় না? প্রশ্নগুলো একনাগারে করে মধ্যবয়সী ভদ্রলোক থামলেন। নাম জানতে চাইলে একটু রেগেই বললেন, 'আমার নাম লিখে লাভ নাই, ভিন্ন ধারার কটা বই বের হলো তার খোঁজ করুন।' পাশেই দাঁড়ানো ছিলেন বিদ্যাপ্রকাশের মুজিবুর রহমান খোকা। বললেন, 'বর্তমানে প্রকাশনায় অনর্থক দুটি ধারা তৈরি হয়েছে— একটি বিনোদনের জন্য সস্তা কিছু বড়ো গল্প আর অপরটি মুক্তিযুদ্ধের প্রবন্ধ শিরোনামে পুরোনো কথার কচকচানি। লাভের আশায় আমরাও সেদিকে ছুটছি।'

মেলা মাঠ ঘুরে তারই সত্যতা পাওয়া গেলো। প্রকাশকদের কাছে নতুন বইয়ের তালিকা চাইলে কদাচিৎ সেখানে দেখা যায় ভ্রমণ, প্রকৃতি, নাটক, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য, রান্না, খেলাধুলা বা অন্য ধরনের বইয়ের নাম। শিখা প্রকাশনীর শহীদুল ইসলাম শামীম বললেন, 'সত্যি কথা বই না চললে বইয়ের প্রকাশনায় লগ্নী করবে কেনো প্রকাশক।' কিন্তু এর অন্য উত্তর পাওয়া গেলো ছোটখাটো কিছু স্টলে গিয়ে। ঐসব স্টলে পাওয়া গেলো স্বাস্থ্যবিষয়ক, রান্না বিষয়ক, খেলাধুলা বিষয়ক অসংখ্য সুলভ প্রকাশনা। বিক্রেতারাই বললেন, 'এসব বইয়ের দাম কম, কাটতি ভালো। এমন কথা শুনে অনুপম প্রকাশনীর মিলন নাথ বললেন, 'আমি হলফ করে বলতে পারি, বইগুলো কলকাতার বইয়ের নকল, লেখককে খোঁজ করে দেখুন, পাবেন না'।

বই যখন নকল হচ্ছে তার অর্থ হচ্ছে বাজারে চাহিদা রয়েছে। তবে কি ভিন্ন ধারার বইয়ের লেখক তৈরি হয়নি। মুজিবুর রহমান খোকা কথাটা মানলেন না। বললেন, লেখক নেই। তবে তৈরি করা অসম্ভব নয়। এর জন্য তো লেখককে গাইড লাইন দিতে হবে।' তার মতে, এখানকার প্রকাশকদের এ জাতীয় বই তৈরির মানসিকতা এখনো তৈরি হয়নি।

ভ্রমণবিষয়ক লেখালেখি এমনিতেই কম হয়। আর এ সংক্রান্ত বই আরো কম। এ মেলায় বের হওয়া ভ্রমণ সাহিত্যের দুটি বইয়ের খোঁজ পাওয়া গেছে। একটি মুনতাসীর মামুনের 'রেমব্রান্টের বাড়ি, এক সকালে' (অনন্যা) এবং অপরটি রাবেয়া খাতুনের 'কিছুদিনের কানাডা' (অন্য প্রকাশ)।

প্রকৃতি নিয়ে লেখালেখি করেন যারা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম বিপ্রদাশ বড়ুয়া এবং দ্বিজেন শর্মা। বিপ্রদাশ বড়ুয়ার গত বছরের শেষদিকে প্রকাশিত 'নগরে নিসর্গ' (জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন) এ মেলায় প্রকৃতি বিষয়ক একমাত্র বই। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ থেকে দ্বিজেন শর্মার 'বাংলাদেশের গাছ' শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হওয়ার কথা। বাংলাদেশের ফুল পরিচিতির ওপর ড. মাহফুজুর রহমানের বহুরঙা একটি বই মেলায় এনেছে আগামী।

ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের 'মুসলিম চিত্রকলা' এবং 'মুসলিম স্থাপত্য' (মাওলা) ভিন্ন ধারার বইয়ের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়ক পাঠ্য হিসেবে যা কাজে লাগতে পারে।

নাটকের বইয়ের প্রকাশনা নেই বললেই চলে। অথচ এক সময় নাটকের পাণ্ডুলিপিগুলো বই আকারে বাজারে আসতো এবং তা নিয়ে আসতো মুক্তধারা। মুক্তধারার সেই সুদিন এখন আর নেই। 'মেলায় নাট্য সংগঠন থিয়েটারের একটি স্টল থাকলেও তাদের সবগুলো প্রকাশনাই পুরোনো। ঐ স্টলের কর্মীরাও জানেন না কোনো সংস্থা নাটকের বই আদৌ বের করেছে কি না। এবার নাটকের বইয়ের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা মাত্র দুটি। আহমদ ছফা অনূদিত মহাকবি গ্যোতের কাব্য নাটক 'ফাউস্ট' (মাওলা) এবং সৈয়দ জামিল আহমেদের লোক নাটকের ওপর গবেষণাধর্মী ইংরেজি গ্রন্থ 'অচিন পাখী ইনফিনিটি' (ইউপিএল)।

সঙ্গীত বিষয়ক মাত্র একটি বই, ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী সংকলিত পাঁচজন কবির গানের স্বরলিপি 'পঞ্চ গীতিকবির গান' (প্রতীক)। সেই অর্থে জীবনী বা স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থও একটি। প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী বারীণ মজুমদারের ওপর লিখেছেন তার সহধর্মিনী ইলা মজুমদার 'শ্রুতিতে স্মৃতিতে বারীণ মজুমদার' (প্রতীক)।

স্বাস্থ্যবিষয়ক বইয়ের চাহিদা আছে। কিন্তু লেখক-প্রকাশক কম। ইদানীং কোনো কোনো প্রকাশনা সংস্থা এ সংক্রান্ত বইয়ের প্রকাশনায় এগিয়ে আসছে। এর মধ্যে অন্যতম বিদ্যা প্রকাশ। এই প্রকাশনী কাল মেলায় এনেছে ডা. মোহিত কামালের 'ব্রেন অ্যাটাক অনিদ্রা ও মাথা ব্যাথা'। বরেন চক্রবর্তীর নারী দেহের অসুখ-বিসুখের বই 'নারী স্বাস্থ্যকোষ' (প্রতীক), ড. ক্ষীরোদ রায়ের 'প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্থ থাকুন' (আগামী) এবং আহমদ রফিকের 'ফিট থাকুন দেহে মনে' (দিব্য) এবারের মেলায় উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। বিদ্যা থেকে বেরিয়েছে জুলফিয়া ইসলামের একটি বই। আপনার সন্তান লেখাপড়ায় অমনোযোগী কেন। অনুপম থেকে প্রকাশিত আমিরুল ইসলামের শিশুদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলামূলক বই 'এই বই তোমার জন্য' উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা।

খেলাধুলার বই দুটি এবং লেখক একজনই মোস্তফা মামুন। বই দুটি হলো ক্রিকেট নিয়ে উপন্যাস 'নো বলে রান আউট' (অনন্যা) এবং ম্যারাডোনাকে নিয়ে 'ম্যারাডোনার একটুখানি দাবি' (শিখা)।

মেলায় আসা নতুন বই

মুক্তিযুদ্ধের অনেক চমকপ্রদ অকথিত কাহিনী নিয়ে আবু কায়সারের 'রক্তঝরা একাত্তর' প্রকাশিত হয়েছে আগামী প্রকাশনী থেকে। একই প্রকাশনী থেকে গত দুদিনে আসা নতুন বইগুলো হলো এ কে রায়ের 'ল উয়িল নেভার মেক ম্যান ফ্রি', অনু মাহমুদের প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি', ড. মোহাম্মদ হাননানের 'বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস বঙ্গবন্ধুর সময়কাল' সাবরীনা মমতাজের স্মৃতিকথা 'বর্ষার মেঘের মতো মনের রূপ পাল্টায়', মে. জে. মনজুর রশিদ খানের 'ফল অফ এরশাদ এন্ড রুল অফ শাহাবুদ্দীন', মুহাম্মদ সামাদের 'কবিতা সংগ্রহ' এবং লুৎফুর রহমান রিটনের ছড়ার বই 'হিপ হিপ হুররে'।

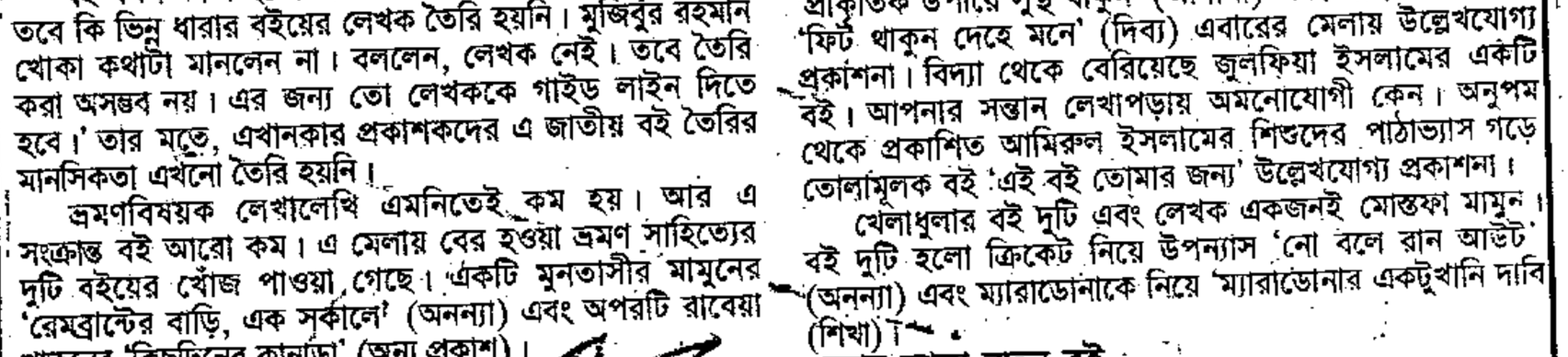

বইমেলায় নতুন বের হওয়া কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদ —ভোরের কাগজ